দ্বিতীয় অধ্যায়: বন্দনা ও নিত্যকর্ম

প্রশ্ন-ক. আমাদের পরমগুরু কারা? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: পৃথিবীতে মাতা-পিতা হলেন আমাদের পরমগুরু।

প্রশ্ন-খ. সমাজে পিতামাতা প্রশংসিত হন কেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: সন্তানের সাফল্যে সমাজে পিতামাতা প্রশংসিত হন।

প্রশ্ন-গ. আমরা ধার্মিক হব কেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: সৎ ও আদর্শ জীবন গঠনের জন্য আমরা ধার্মিক হব।

প্রশ্ন-ঘ. সহানুভূতিশলি মনোভাব সৃষ্টির জন্য তুমি কী করবে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টির জন্য আমি সবার সাথে মৈত্রীপূর্ণ আচরণ করবো।

প্রশ্ন-ঙ. নিত্যকর্ম কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫, '১৩]
উত্তর: প্রতিদিন যথাসময়ে বন্দনা ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করাকে নিত্যকর্ম বলে।

প্রশ্ন-চ. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কী উপকার হয় লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে মানুষ বৃহত্তর কাজকে সহজে সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন-ছ. তুমি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তোমার পরম পূজনীয় বিষয় কী?
উত্তর: আমার পরম পূজনীয় বিষয় হচ্ছে ত্রিরত্ন।

প্রশ্ন-জ. তুমি কীভাবে সংসারের কাজ সম্পাদন করবে?
উত্তর: গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ মতে।

প্রশ্ন-ঝ. বুদ্ধ কাকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: বুদ্ধ সংঘকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন।

প্রশ্ন-ঞ. বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তুমি কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে?
উত্তর: বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে উৎসব অনুষ্ঠানে আমি দায়িত্ব পালন করব।

প্রশ্ন-ট. শিক্ষাগুরুর স্থান অতি উপরে কেন?
উত্তর: শিক্ষাগুরু অকৃপণভাবে শিক্ষার্থীদের মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন তাই শিক্ষাগুরুর স্থান অতি উপরে।

প্রশ্ন-ঠ. তুমি কীভাবে কঠিন কাজ সহজে সমাধান করবে?
উত্তর: আমি যৌথভাবে কাজ করে কঠিন কাজ সহজে সমাধান করব।

প্রশ্ন-ড. ত্রিরত্ন কী?
উত্তর: বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে ত্রিরত্ন বলে।

প্রশ্ন-ঢ. বন্দনা অর্থ কী?
উত্তর: বন্দনা অর্থ প্রণাম, স্তুতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-ণ. নিত্যকর্ম কী?
উত্তর: প্রতিদিন যথাসময়ে যে কাজ করা হয় তাই নিত্যকর্ম।

প্রশ্ন-ত. গুরুজন কারা?
উত্তর: বয়োজ্যেষ্ঠগণ মাত্রই গুরুজন।

প্রশ্ন-থ. দাহকার্য কী?
উত্তর: দাহকার্য সামাজিক অনুষ্ঠান।

Teachingbd24.com